অনুচ্ছেদ রচনা

বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু

"জ্ঞান ভান্ডারের চাবিকাঠি সে তো বই
সুখ-দুঃখের জীবনের সাথী আর আছে কই।"

মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে বই। বই পড়েই মানুষ অজানাকে জানতে পারে, অচেনাকে চিনতে পারে। তাই বই বিশ্বাসের অঙ্গ, জীবন যুদ্ধের হাতিয়ার। বই মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো আনে। বই সভ্যতার রক্ষাকবচ ও চাবিকাঠি। বই পড়া সর্বকালের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ। বিভিন্ন রুচির মানুষ তাদের রুচি মাফিক বইয়ের পাতায় চোখ রেখে সেই শখ চরিতার্থ করে। মানুষের মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বই পড়ায়। তাই আমাদের বই পড়তে হবে, কারণ বই ছাড়া সাহিত্যচর্চার আর অন্য উপায় নেই। দেহের খাদ্য ভাত, রুটি কিন্তু মনের খাদ্য যোগান দেয় বই। মনের সুস্থতার ওপর দেহের সুস্থতা নির্ভর। তাই মনকে সুস্থ রাখার জন্য ভালো বইয়ের প্রয়োজন। ভালো বই মানুষকে আত্মমর্যাদা সচেতন করে তোলে। বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক। বই-এর মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিলন সম্ভব হয়। জীবনকে বুঝতে হলে, সংস্কারের বেড়াজাল ভাঙতে হলে বই-এর প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন - " আমাদের বই পড়তে হবে- ভালো বই পড়তে হবে। ঘরের বৈঠকখানায় একখানি হাজার টাকার নোট না ঝুলিয়ে হাজার টাকা দামের একখানি ছবি ঝোলানোতে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি নানা বিষয়ের হাজার হাজার বই সাজিয়ে রাখাতে প্রমাণ হয় গৃহকর্তা সুরুচিসম্পন্ন মানুষ- ধনী ও গুণী।" বই হল মনের আয়না- রাতে মানুষের নিজের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে। তাই আজকের দিনে বইবিহীন গৃহকে আত্মাবিহীন দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।